প্রথম আলো

তারিখ ২০ JAN 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ

ছাত্রলীগের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, আহত ৭

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসে গত শনিবার রাতে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের নবীন কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। পরে নেতারা সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ব্যাচের সব ছাত্রকে দুই সপ্তাহের জন্য ছাত্রাবাসের বাইরে থাকার 'শাস্তি' দেন।

শিক্ষার্থীরা জানান, কলেজে ভর্তি হওয়া নতুন ছাত্রদের নিজ পক্ষে ভেড়ানো নিয়ে কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি বুলেট সেন ও সাধারণ সম্পাদক কাজী মাহবুবের সমর্থকদের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে বিরোধ চলছিল। এর জের ধরেই শনিবার রাত আটটার দিকে উভয় পক্ষের নবীন কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা মূলত এই সংঘর্ষে জড়ান। আহত শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন।

এ ঘটনার পর কলেজ ছাত্রলীগের জ্যেষ্ঠ নেতারা তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করেন। সেই সমঝোতার চেষ্টা বিফল হলে কলেজ ছাত্রলীগের নেতারা ওই তিনটি ব্যাচের অভিযুক্ত ২৭ ছাত্রকে রোববার (গতকাল) সকাল আটটার মধ্যে ছাত্রাবাস ছাড়ার আদেশ দেন। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁদের ছাত্রাবাসের বাইরে থাকতে বলা হয়েছে বলে ওই তিন ব্যাচের ছাত্ররা জানিয়েছেন।

গতকাল বিকেলে ওই ছাত্রাবাসে গিয়ে জানা যায়, ওই তিন ব্যাচের ২৭ জন ছাত্র ছাত্রাবাস ত্যাগ করেছেন। এ বিষয়ে বুলেট সেন বলেন, 'জুনিয়রদের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝির জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত এ ঘটনাটি ঘটেছে।' তিনি দাবি করেন, অভিযুক্ত ছাত্ররা নিজেদের ইচ্ছাতেই ছাত্রাবাস ছেড়েছেন, তাঁদের কোনো চাপ ছিল না।

তবে কাজী মাহবুব বলেন, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্যই ওই সব ব্যাচের ছাত্রদের এক সপ্তাহের জন্য ছাত্রাবাসের বাইরে থাকতে বলা হয়েছে।'

জানতে চাওয়া হলে ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক আ ম সেলিম রেজা বলেন, 'আমি ছাত্রদের হোস্টেল ছেড়ে যেতে বলিনি।'